আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল

ঢাকা সেনানিবাস

নিরাপত্তা স্থায়ী নীতিমালা (ছাত্র ও অভিভাবক)

শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অংশসমূহ

১। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ।

ক। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা।

(১) শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিন্যাসঃ নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ছাত্রদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. ১ম - ৩য় শ্রেণিঃ এ বয়সের শিক্ষার্থীগণ বেশি নিরাপত্তা ঝুঁকিতে অবস্থান করে। নিজেদের পরিপক্কতার ঘাটতি, শিক্ষক/অভিভাবকদের সচেতনতার নির্দেশনার গ্রহণের দুর্বলতা ও শারীরিক-মানসিক অক্ষমতা তাদের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রাখে। এদের জন্য অতিরিক্ত বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন।

খ. ৪র্থ - ৭ম শ্রেণিঃ এ বয়সের শিক্ষার্থীরা চঞ্চল প্রকৃতির হয় এবং বিভিন্ন নির্দেশিকা অবজ্ঞা করার প্রবণতা বেশি থাকে। এদের তদারকি বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গ. ৮ম - ১০ম শ্রেণিঃ এ বয়সের শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক পরিপক্ক এবং তুলনামূলক বেশি সচেতন ও স্কুলের নির্দেশিকা মেনে চলতে সমর্থ বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা সমূহ তাদেরকে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

(২) শ্রেণি কক্ষে, গ্রন্থাগার, গবেষণাগারসহ স্কুলের অন্যান্য স্থাপনায় অবস্থানকালীন সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

(৩) খেলাধুলা করার সময় যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

(৪) স্কুলে আগমন ও প্রত্যাগমনের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। (হারিয়ে যাওয়া, গুম হওয়া ইত্যাদি)

(৫) গাড়িতে উঠা নামার সময় কিংবা আলাদা গাড়ি দ্বারা দুর্ঘটনা।

(৬) মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৭) সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৮) পর্নোগ্রাফিসহ অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক নিরাপত্তা।

২। শ্রেণি শিক্ষক ঃ

ক। শ্রেণি শিক্ষকগণ তার সেকশনের প্রত্যেক ছাত্রকে স্কুলের অভ্যন্তরীন ও বাহিরের নিরাপত্তা ঝুঁকি সমূহ বুঝিয়ে দিবেন।

খ। শ্রেণি কক্ষে, খেলার মাঠে যাতায়াতের সময় শ্রেণির ছাত্রদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

গ। সুবিধাজনক সময়ে অভিভাবকদের সমাবেশ ডেকে নিরাপত্তার বিষয়টি সমন্বয় করবেন।

ঘ। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সহ অন্যান্য সহযাগী ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করবেন ও কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন।

ঙ। দুর্ঘটনায় পতিত শিক্ষার্থীর নিয়মিত খোঁজ খবর নিবেন ও কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত অবহিত করবেন।

৩। শিক্ষক/শিক্ষিকা ঃ

ক। শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদেরকে স্কুলের সার্বিক নিরাপত্তার ব্যাপারে সচেতন করবেন।

খ। ছাত্ররা যাতে স্কুলের বারান্দা, সিঁড়ি ও অন্যান্য ছাত্রদের নিরাপত্তায় বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন।

গ। ছাত্ররা মাঠে খেলাধুলার সময়ে দায়িত্বরত থাকলে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন।

ঘ। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মত পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে সঙ্গে সঙ্গে সংগে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

ঙ। নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতি সচেতন থাকবেন এবং তা নিশ্চিত করবেন।

চ। অভিভাবকদেরকে ছাত্রদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সচেতন করবেন।

ছ। কোন অভিভাবক বা অপরিচিত ব্যক্তি যাতে শ্রেণিকক্ষে বা টিচার্স রুমে না আসতে পারে সে ব্যাপারে দৃষ্টি রাখবেন।

জ। কোন অভিভাবককে ডাকার প্রয়োজন হলে অনুমতিক্রমে অপেক্ষাগারে সাক্ষাত করবেন।

ঝ। সেনানিবাসের নিয়মকানুন সম্পর্কে সচেতন থাকবেন ও মেনে চলবেন।

৪। শিক্ষার্থী ঃ

ক। স্কুল আঙিনা এবং স্কুলের বাহিরে নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে সতর্ক থাকা।

খ। কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা/নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মত ঘটনার সম্ভাবনা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নজরে আনা।

গ। স্কুল আঙিনায় চলাচলের সময় যেমনঃ শ্রেণি কক্ষ, সিঁড়ি, করিডোর ইত্যাদি স্থানে সাবধানে চলাচল করা।

ঘ। অপরিচিত কোন ব্যক্তির সাথে গাড়ি বা অন্য কোন উপায়ে যতায়াত না করা। অপরিচিত কোন ব্যক্তির ব্যাগ ইত্যাদি না করা ও কোন তথ্য প্রদান না করা।

ঙ। টয়লেটে সাবধানে গমন করা।

চ। রেলিং এর ধারে না আসা এবং কোন ক্রমে রেলিং এ বসা যাবে না।

ছ। নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত হওয়া কিংবা বাইরের কোন ছাত্র /অন্যান্যদের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

জ। কোন প্রকার মাদকদ্রব্য গ্রহণ নিষিদ্ধ।

ঝ। বাসে/গাড়িতে উঠা ও নামার সময় স্কুল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ঞ। বাসে/গাড়িতে উঠে জানালার বাইরে হাত/মাথা দেওয়া যাবে না।

ট। সাইকেল চালিয়ে আসা যাওয়ার সময় সাবধানে চলাচল করতে হবে।

ঠ। স্কুল আঙিনা কিংবা বাইরে কোন দুর্ঘটনা হলে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

ড। কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত না হওয়া।

ঢ। সময় সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন নির্দেশনা মেনে চলা।

ণ। অপিরিচিত বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে খাবার গ্রহণ, গাড়িতে উঠা ও সুবিধা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

৫। অভিভাবক ঃ

ক। ছাত্রদেরকে তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে সচেতন করবেন এবং স্কুলে যাতায়াতের সময় নিশ্চিত করবেন।

খ। সকল অভিভাবক আইডি কার্ড বহন করবেন।

খ। স্কুল চলাকালীন সময়ে অপেক্ষাগারে অবস্থান করবেন।

গ। স্কুল চলাকালীন সময়ে অভিভাবক ক্যাম্পাসের ভিতরে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করবেন না।

ঘ। স্কুল ছুটির পর স্কুল কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে ছাত্রদের সংগ্রহ করবেন।

ঙ। স্কুলের ভিতরে ও বাহিরে অপরিচিত লোকের দ্বারা প্রতারিত হতে বিরত থাকবেন।

চ। কোন প্রকার অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন।

ছ। স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলবেন।

জ। ছাত্রদেরকে মাদকাশক্তি, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ কর্মকাণ্ড হতে মুক্ত রাখবেন।

ঝ। সেনানিবাসের নিয়মাবলী মেনে চলবেন।

৬। ট্রাফিক এবং দুর্ঘটনা ঃ

ক। আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে ব্যস্ত সড়ক রয়েছে। তাই শিক্ষার্থী প্রবেশ এবং বের হবার সময় ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে বা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ। আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের চার পাশে রাস্তা থাকায় প্রচুর গাড়ি চলাচল করে। এছাড়াও অনেক ছাত্রও নিজস্ব গাড়ি ও প্রাইভেট পরিবহনে যাতায়াত করে, যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

গ। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

ঘ। স্কুলে প্রবেশ ও বাহিরের সময় ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে, যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

ঙ। ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

ঘ। বাসে চলাকালীন ছাত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরুপ ঃ

(১) কর্ম দিবসে সময়সূচি অনুযায়ী নির্ধারিত স্টপেজে হাজির থাকবে।

(২) বাসে উঠা/নামার সময় সাবধানতা অবলম্বন করবে যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

(৩) বাস চলাকালীন সময় নির্ধারিত আসনে বসা থাকবে। গাড়ির ভিতরে হাঁটা-হাটি করবে না।

(৪) জানালা দিয়ে হাত এবং মাথা বাইরে রাখবে না।

(৫) বাসে চলাকালীন সময়ে কোন সমস্যা দেখা দিলে/অসুস্থতাবোধ করলে ড্রাইভার/কো-ড্রাইভারকে জানাবে।

(৬) স্কুল ছুটির পর এদিক-সেদিক ঘোরা ফেরা না করে সময়মত বাসে হাজির হবে।

(৭) রাস্তা পারাপারের সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করবে।

৭। বিলম্বে শিক্ষার্থী প্রস্থান । অনিবার্য কারণে অনেক সময় কোন শিক্ষার্থীকে ছুটির পর নিতে আসতে অভিভাবকদের বিলম্ব হতে পারে। এ ধরণের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিধানে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বরত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮। ছাত্রদের যাওয়া আসার সময়, রাস্তা পারাপার শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহযোগিতা প্রদান ঃ

ক। ছাত্রদের রাস্তা পারাপারের সময় সতর্কভাবে চলাচল করার জন্য শিক্ষকগণ প্রেষণা প্রদান করবেন।

খ। ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

গ। রাস্তা পারাপারে শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী সহায়তা করবেন।

৯। তাৎক্ষণিক দুর্ঘটনায় করণীয় ঃ

ক। ভূমিকম্প ঃ

(১) ভূমিকম্পের আলামত পাওয়ার সাথে সাথে ক্যাম্পাসের ভিতরে ছাত্র, শিক্ষক এবং স্টাফ সকলে বিল্ডিং এ কোন শক্ত কাভার যেমন- টেবিল, বেঞ্চ, পিলার ইত্যাদির আড়ালে থাকবেন।

(২) ভূমিকম্পের মাত্রা কমে এলে উন্মুক্ত মাঠে অবস্থান করবেন।

(৩) উপর থেকে নামার সময় ছাত্র, শিক্ষক এবং স্টাফ লিফট ব্যবহার করবে না।

(৪) সিড়ি দিয়ে নামার সময় যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে সেদিকে শিক্ষক এবং স্টাফ লক্ষ্য রাখবেন।

(৫) ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার পর জরুরী ভিত্তিতে মাইকের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে ছাত্রদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা।

খ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ

(১) স্কুল চলাকালীন সময় হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে কোন ছাত্রকে বাইরে যাওয়ার জন্য একাকী ছাড়া যাবে না।

(২) ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে ক্যাম্পাসের ভিতরে অবস্থান করবে।

(৩) ক্যাম্পাসের ভিতরে ঘোরাফেরা করতে দেয়া যাবে না যাতে কোন দুর্ঘটনা ঘটে।

(৪) বিদ্যুৎ চমকালে ছোট ছোট ছাত্ররা ভয় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে শিক্ষকগণ তা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

(৫) শ্রেণিকক্ষে অবস্থানকালীন দরজা-জানালা বন্ধ রাখতে হবে।

গ। আগুন ঃ

(১) আগুন লাগার সাথে সাথে স্কুলে পাগলা ঘন্টা বাজনো ও আগুন আগুন বলে সবাইকে সতর্ক করতে হবে।

(২) অগ্নি নির্বাপক দল তৎক্ষণাৎ আগুন নির্বাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

(৩) ছাত্রদেরকে জরুরী ভিত্তিতে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে।

(৪) ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়া হবে।

১০। শিক্ষা সফর গমন । শিক্ষা সফরে গমন ও ফেরত আসার সময় সর্বাধিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে ঃ (নির্দেশিকা আলাদাভাবে সংযুক্ত) ঃ

ক। শিক্ষা সফরে গমনকালীন যানবাহনে যার যার আসনে অবস্থান করা। হৈ চৈ না করা।

খ। সফরের স্থানে শৃংখলা বজায় রাখা। কোন সরঞ্জামাদির ক্ষতি না করা।

গ। শিক্ষকগণ সফরকালীন সচেতন থাকা।

ঘ। গাড়িতে উঠা-নামা ও চলাচলের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা।

১১। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঃ

ক। হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সময় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা।

খ। স্কুল বাস চলাচল না করা।

১২। উপসংহার । আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ নিরাপত্তার বিষয়টি সবসময়ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিধানে সবসময় সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সংগতি রেখে সময় সময় নিরাপত্তামূলক এ নির্দেশনা/বিধান সংশোধন, সংযোজন বা পরিমার্জন করতে হবে।